Sthan, Giti , Gaan, Varna.

স্থান

নাদের উঁচু-নিচুর মতো মন্দ্র, মধ্য এবং তার—এই তিনটি প্রকারের কথাও সঙ্গীতশাস্ত্রে পাওয়া যায়। এগুলিকে নাদ-স্থান বলা হয়। এই তিনটি স্থানকে এক-একটি স্বর-সপ্তক ধরে নিয়ে মন্দ্র-সপ্তক, মধ্য-সপ্তক এবং তার-সপ্তক —এই তিনটি সপ্তক সৃষ্টি হয়। মানুষ তার স্বাভাবিক স্বরে যে-কথা বলে, তা মধ্য-সপ্তকের অন্তর্গত। স্বাভাবিক স্বরের থেকে কিছুটা নিচু স্বরে কথা বললে তা মন্দ্র-সপ্তক আর এই দু-ধরনের স্বরের থেকে উঁচু স্বরের কথাকে তার-সপ্তক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। মধ্য-সপ্তকের আওয়াজ মন্দ্র-সপ্তকের দ্বিগুণ এবং তার-সপ্তকের আওয়াজ মধ্য-সপ্তকের দ্বিগুণ। গানের ক্ষেত্রে এই তিনটি সপ্তকই বহুভাবে ব্যবহৃত হয়।

স্বরলিপিতে মন্দ্র-সপ্তকের স্বরগুলির নিচে এবং তার-সপ্তকের স্বরগুলির মাথায় চিহ্ন দিতে হয়। মধ্য-সপ্তকের স্বরের জন্য কোনো চিহ্ন দিতে হয় না। যেমন—

ভাতখণ্ডেজীর পদ্ধতিতে :

মন্দ্রসপ্তক = সা রি গ ম প ধ নি। (খাদ)

মধ্যসপ্তক = সা রি গ ম প ধ নি। (স্বাভাবিক)

তারসপ্তক = সা রি গ ম প ধ নি। (চড়া)

আকার-মাত্রিক পদ্ধতিতে :

মন্দ্রসপ্তক = সা্ রা্ গা্ মা্ পা্ ধা্ না্। (খাদ)

মধ্যসপ্তক = সা রা গা মা পা ধা না। (স্বাভাবিক)

তারসপ্তক = র্সা র্রা র্গা র্মা র্পা র্ধা র্না। (চড়া)

গীতি

স্বর,পদ ও তাল দ্বারা নিবদ্ধ মনোহর রচনাকেই গীত বা গীতি বলে।প্রাচীন পরিভাষা অনুযায়ী গীত বা গীতি দু-প্রকার- ১)গাত্র গীতি বা কন্ঠসংগীত ও ২)যন্ত্র গীতি বা বাদ্যযন্ত্রের গৎ।গাত্র গীতিতে স্বর,পদ ও তাল থাকে। যন্ত্র গীতিতে স্বর ও তাল থাকে, পদ থাকেনা। পদের পরিবর্তে থাকে বাদ্য-বোল।পরবর্তীকালে শুধু কন্ঠসংগীতকেই গীত বা গীতি বলা হতে থাকে এবং যন্ত্র গীতিকে বলা হয় যন্ত্র সংগীত।পরবর্তীকালে প্রাচীন গান্ধর্ব গানের বিভিন্ন প্রকারকে গীতি বলা হতে থাকে।এই সময়ের গীতি গুলি হচ্ছে- ব্রহ্ম-গীতি, প্রকরণ-গীতি, চতুর্বিধ-গীতি ইত্যাদি। গন্ধর্বদের কপাল-গীতি,কম্বল-গীতি ইত্যাদিগুলি ছিল ব্রহ্ম-গীতির অন্তর্ভুক্ত।প্রকরণ-গীতি-এর মধ্যে ১৪ প্রকার গীতির নাম শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, যথা- মদ্রক, অপরান্তক, প্রকরী, ঋক, গাথা ইত্যাদি।চতুর্বিধ-গীতি বলতে বোঝায়-মাগধী,অর্ধমাগধী,সম্ভাবিতা ও পৃথুলা।

গান

কন্ঠের সাহায্যে সুরের সমাবেশ, কথা ও সুরের সমন্বয়কে গান বলে। প্রাচীন ও বৈদিক অবস্থায় যা আবৃত্তি ছিল, তা কন্ঠ স্বরের উচ্চতা-নীচতা প্রয়োগ কারণে পাঠ্যরূপে গণ্য হয়েছিল। ক্রমে পাঠ্যবস্তু কন্ঠস্বরের ভঙ্গি-পরিবর্তন জনিত কারণে গেয় রূপে পরিগণিত হয়। 'গৈ' বলতে শব্দ বোঝালেও ওই সময়ে সুর-অর্থে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করে।তার জন্যই পাঠ্য বা ভাষা এবং গেয় বা সুরযুক্ত এই দুটির একত্রিত অবস্থা বোঝাতে 'গান' শব্দটি বা পরিভাষাটি ঐ প্রাচীনকালে উদ্ভাবিত হয়েছিল।প্রাচীনকালে সকল প্রকার কন্ঠ-সংগীতই গান নামে অভিহিত হত। পরবর্তীকালে 'গীত' শব্দটি ব্যবহারে আসে।তখন শব্দটি আর গান্ধর্বের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে বিশেষ দেখা যায়না।ভবিষ্যতে এই দুটি শব্দকে প্রয়োগ করার অভিপ্রায় জন্মালে 'গীত' শব্দটি গান্ধর্বের ক্ষেত্রে বলবৎ রেখে 'গান' শব্দটিকে দেশী প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

বর্ণ

প্রাচীনকালে গেয় রচনাকে 'বর্ণ' বলা হত।পরবর্তীকালে এই ব্যাখ্যা বদলে যায় এবং গান করতে গেলে যে যে ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, তাদেরকে বর্ণ বলে ধরা হয়।'বর্ণ' মানে 'বর্ণনা করা বা বিস্তার করা।আলোচ্য অংশে যে বিশেষ কাজ দিয়ে গানের স্বরসমষ্টির এক একটি পদ দেখানো হয় এই রকম কাজগুলিকেই বর্ণ বলে।'বর্ণ' চার প্রকার- ১)স্থায়ী বর্ণ ২)আরোহী বর্ণ ৩)অবরোহী বর্ণ ৪)সঞ্চারী বর্ণ।

(১) এক স্বরকেই পর পর বারবার দেখানকে **স্থায়ী বর্ণ** বলা হয়। 'স্থায়ী' বলতে গেলে গানের বা গতের স্থায়ী, অস্থায়া প্রভৃতি বিভিন্ন কলিকে বুঝায় না; উচ্চারণভঙ্গী দিয়ে বিশেষ স্বরধ্বনির প্রয়োগকেই বুঝায়: যেমন—স স স স, র র র, গ গ গ গ, ইত্যাদি। (২) স র গ ম প ধ ন—এই ভাবে স্বরের পর পর আরোহণকে **আরোহী বর্ণ** বলা হয়। (৩) ন ধ প ম গ র স: আরোহীর ঠিক বিপরীত ভাবে ক্রমিক নেমে আসাকেই **অবরোহী বর্ণ** বলা হয়। (৪) স্থায়ী, আরোহী ও অবরোহী —এই তিন বর্ণের মিশ্রণকে **সঞ্চারী বর্ণ** বলা হয়। উদাহরণ: স র গ র, ধ প ম গ ম প, ইত্যাদি। অর্থাৎ, সে বিকশিত হল। এখানে বর্ণ মানে তাহলে দাঁড়ায় 'বিকাশ'।